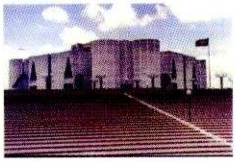

সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
(১৯৩৭—২০০৯)

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫ এর অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ২৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী গঠিত হয় এবং প্রথম অধিবেশন শুরু হয় কোলকাতায় ১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর স্পীকার ছিলেন খান বাহাদুর এম আজিজুল হক এবং ডেপুটি স্পীকার জনাব এম আশরাফ আলী। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে এবং ১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী কোলকাতায় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। জনাব নুরুল আমিন, স্পীকার এবং জনাব তোফাজ্জল আলী এ্যাডভোকেট, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে পূর্ব বঙ্গ থেকে এবং আসাম লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর সিলেট জেলা থেকে নির্বাচিত মোট ১৭১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী গঠিত হয়। ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশন ঢাকার জগন্নাথ হলে ২৯শে মার্চ ১৯৪৮ তারিখ শুরু হয়। ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে জনাব আব্দুল করিম এবং জনাব নাজমুল হক।

ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ৩ মার্চ। মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ঢাকার রমনাস্থ এ্যাসেম্বলী হাউজে (জগন্নাথ হল) ৫ আগষ্ট ১৯৫৫ প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। জনাব আব্দুল হাকিম, স্পীকার এবং জনাব শাহেদ আলী, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে ইস্ট পাকিস্তান লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন ৯ জুন ১৯৬২ শুরু হয়। জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী স্পীকার নির্বাচিত হন। জনাব গমির উদ্দিন প্রধান ডেপুটি স্পীকার (সিনিয়র) এবং জনাব মোঃ মশিহুল আজম খান ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০০ জন সদস্য অর্থাৎ সর্বমোট ৪৬৯ জন সদস্যের সমন্বয়ে প্রভিশনাল কন্সস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ এর অধীনে বাংলাদেশ গণ-পরিষদ গঠিত হয়। গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকার তেজগাঁওস্থ সংসদ ভবনে শুরু হয়। গণ-পরিষদের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন শাহ্ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ। স্পীকার শাহ্ আব্দুল হামিদ মৃত্যুবরণ করায় ডেপুটি স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ পরবর্তীতে স্পীকার এবং জনাব মোঃ বয়তুল্লাহ ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ছিল মোট ১৫টি। অর্থাৎ প্রথম জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৫ জন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ঢাকার তেজগাঁওস্থ জাতীয় সংসদ ভবনে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল। প্রথম জাতীয় সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব মুহম্মদুল্লাহ এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব মোঃ বয়তুল্লাহ। পরবর্তীতে জনাব মুহম্মদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে জনাব আবদুল মালেক উকিল স্পীকার নির্বাচিত হন।

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ১৫টি থেকে ৩০টিতে উন্নীত করা হয়। এতে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩০ জনে। ২ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হন মির্জা গোলাম হাফিজ এবং ডেপুটি স্পীকার ব্যারিষ্টার সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ আসন থেকে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন সৈয়েদা রাজিয়া ফয়েজ।

৭ মে ১৯৮৬ তারিখে তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনসহ সংসদের সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৩৩০ জন। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১০ জুলাই ১৯৮৬ তারিখে। স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব সামসুল হুদা চৌধুরী এবং জনাব এম কোরবান আলী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩ মার্চ ১৯৮৮। ২৫ এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। চতুর্থ জাতীয় সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসন সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ জাতীয় সংসদে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না। চতুর্থ জাতীয় সংসদে জনাব সামসুল হুদা চৌধুরী স্পীকার এবং জনাব রিয়াজ উদ্দীন আহম্মেদ ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩০ জন। কারণ মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত আইন প্রণীত হওয়ায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পুনরায় ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী। পরবর্তীকালে জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার এবং জনাব হুমায়ুন খান পন্নী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯ মার্চ ১৯৯৬। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩০টি। শেখ রাজ্জাক আলী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং জনাব এল কে সিদ্দীকি ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬ সালে। সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৪ জুলাই ১৯৯৬। মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩০ জন। জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী স্পীকার এবং জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করায় পরবর্তীতে জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট স্পীকার এবং অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

অষ্টম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবর। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২৮ অক্টোবর। জাতীয় সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন। কারণ সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসন সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সংসদে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না।

ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার অষ্টম জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং জনাব আখতার হামিদ সিদ্দিকী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

ইতোমধ্যে অষ্টম সংসদ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল, ২০০৪ পাস করেছে এবং এই আইন দ্বারা সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০টি থেকে ৪৫টি উন্নীতকরণ করা হয়। এতে সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৫ জন। এই আইন প্রবর্তনকালে অষ্টম সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য এবং অষ্টম সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে ১০ বছর কাল অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫টি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের সংসদে মোট আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

নবম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারী। মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৪৫ জন।

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট নবম জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং জনাব শওকত আলী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

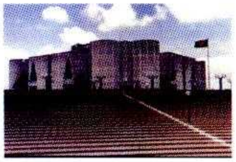

Brief History of Parliament
(1937—2009)

The Bengal Legislative Assembly

The Bengal Legislative Assembly was constituted under the provision of the "Government of India Act, 1935" and consists of 250 Members elected through the election held in 1937. The Bengal Legislative Assembly held its first session on 7th April 1937 in Kolkata (Calcutta). Khan Bahadur M. Azizul Haque was the Speaker and Mr. M. Ashraf Ali the Deputy Speaker of the Bengal Legislative Assembly. The next election of the Bengal Legislative Assembly took place in 1946 and the new Legislative Assembly had its first sitting on 3rd February 1947 in Kolkata. Mr. Nurul Amin was elected as the Speaker and Mr. Tofazzal Ali Advocate, the Deputy Speaker.

East Bengal Legislative Assembly

Pakistan got its Independence on 14th August 1947. East Bengal Legislative Assembly was constituted in 1947 consists of 171 Members those were from East Bengal elected to the Bengal Legislative Assembly and Members from the district of Sylhet elected to the Assam Legislative Assembly through the election held in 1946. The first session of the East Bengal Legislative Assembly was held in the "Jagannath Hall", Dhaka on 29th March 1948. Mr. Abdul Karim was elected as the Speaker and Mr. Nazmul Haque as the Deputy Speaker of the East Bengal Legislative Assembly.

The next election of the East Bengal Legislative Assembly was held on 3rd March 1954. The total number of seats of the Assembly was 309. The Assembly had its first session on 5th August 1955 in the Assembly House (Jagannath Hall) situated in Ramna, Dhaka. Mr. Abdul Hakim was elected as the Speaker and Mr. Shahed Ali as the Deputy Speaker.

In 1962 the next election of the East Pakistan Legislative Assembly was held in 1962 and the first session took place on 9th June 1962. Mr. Abdul Hamid Chowdhury was elected as the Speaker. Mr. Gamiruddin Pradhan and Mr. Md. Mashiul Azam Khan were respectively elected as the Deputy Speaker (Senior) and Deputy Speaker.

Bangladesh Parliament

Through a glorious Liberation War Bangladesh emerged as an independent state on 16th December 1971. The Constituent Assembly of Bangladesh was constituted with representatives of the people elected to the Pakistan National Assembly from the East Pakistan and the East Pakistan Legislative Assembly through elections held in December 1970 and January 1971. The constituent Assembly was constituted under the provision of the Provincial Constitution of Bangladesh Order, 1972 consists of 469 Members. The first session of the Constituent Assembly was held in the Parliament House, Tejgaon, Dhaka on 10th April, 1972. Shah Abdul Hamid was elected as first Speaker of the constituent Assembly and Mr. Muhammadullah was elected as the Deputy Speaker. Due to demise of the Speaker Shah Abdul Hamid, Deputy Speaker Mr. Muhammadullah was later elected as the Speaker and Mr. Md. Baitullah as the Deputy Speaker.

General election to the 300 seat of the first Parliament of Bangladesh was held on 7th March 1973. The first Parliament had 15 reserved seats for women. Which means the total number of Members in the first Parliament were 315. The first session of the Bangladesh Parliament was held in the Parliament House, Tejgaon, Dhaka on 7th April, 1973. Speaker elected respectively in the first Parliament were Mr. Muhammadullah and Mr. Abdul Malek Ukil and Deputy speaker was Mr. Md. Baitullah.

Election of the Second Parliament of Bangladesh took place on 18th February 1979. In the Second Parliament the number of reserved seats for the women were raised from 15 to 30 and bringing the total nember of Members to 330. The first sitting of the second Parliament was held on 2nd April 1979. The Second Parliament elected Mirza

Gholam Hafiz as the Speaker and Barrister Sultan Ahmed Chowdhury as the Deputy Speaker. It may be mentioned here that in the Second Parliamentary election Syeda Razia Fayez a candidate of Bangladesh Muslim League was the first woman who elected directly by the people.

General Election to the Third Parliament was held on 7th May 1986. Total number of seats including women reserved seats was 330. First session began on 10th July 1986. Mr. Shamsul Huda Chowdhury was elected as the Speaker and Mr. M. Korban Ali as the Deputy Speaker.

The Fourth Parliament election was held on 3rd March 1988 and the first session of the Fourth Parliament took place on 25th April 1988. Total number of seats in the Fourth Parliament was 300. Fourth Parliament was the first one with no reserved seats for women, because the Constitutional Provision to that effect was no longer valid. In the Fourth Parliament Mr. Shamsul Huda Chowdhury was elected as the Speaker and Mr. Reazuddin Ahmed as the Deputy Speaker.

General Election of the Fifth Parliament was held on 27th February 1991 and the first session of the Fifth Parliament commenced on 5th April 1991. The total number of Members were 330, because the law relating to reservation of the women seats was already enacted by the Parliament. And as per the provision 30 women Members were elected by the directly elected Members of the Parliament. The first Speaker of the Fifth Parliament was Mr. Abdur Rahman Biswas and the Deputy Speaker was Sheikh Razzaque Ali. Later on Mr. Abdur Rahman Biswas was elected the President of the People's Republic of Bangladesh paving the way for Sheikh Razzaque Ali to become the Speaker and Mr. Humayun Khan Panni as the Deputy Speaker.

General Election of the Sixth Parliament took place on 15th February 1996. The first session of the Sixth Parliament began on 29th March 1996. The total number of Members in the Parliament was 330. Sixth Parliament elected Sheikh Razzaque Ali as the Speaker and Mr. L. K. Siddiquie as the Deputy Speaker.

Seventh Parliament Election was held on 12th June 1996. The first session of the Seventh Parliament took place on 14th July 1996. The total number of Members were 330. Mr. Humayun Rasheed Chowdhury was elected as the Speaker and Md. Abdul Hamid Advocate as the Deputy Speaker. Due to demise of Speaker Mr. Humayun Rasheed Chowdhury, Deputy Speaker Md. Abdul Hamid Advocate was later elected as the Speaker and Professor Md. Ali Ashraf as the Deputy Speaker.

The General Election of Eighth Parliament was held on 1st October 2001. On 28th October 2001 the Eighth Parliament had its first session. Number of Members in the Parliament is 300, because the tenure of the provision relating to reservation of the women seats has already elapsed and the 30 reserved seats for women did not exist.

The Eighth Parliament elected Barrister Muhammad Jamiruddin Sircar as the Speaker and Mr. Akhtar Hamid Siddiquie as the Deputy Speaker.

The Eighth Parliament has already passed the Constitution (Fourteenth Amendment) Bill, 2004 and by this act, the number of reserved seats for women are raised from 30 to 45 and bringing the total number of members to 345. After the commencement of this Act, for the residual period of the Eighth Parliament and until the dissolution of Parliament occurring next after the expiration of the period of ten years beginning from the date of the first meeting of the Parliament next after the Parliament in existence there shall be reserved 45 seats exclusively for women members.

The General Election of Ninth Parliament was held on 29th December 2008. On 25th January 2009 the Ninth Parliament had its first session. The total number of Members are 345.

The Ninth Parliament elected Md. Abdul Hamid Advocate as the Speaker and Mr. Shawkat Ali as the Deputy Speaker.